रजिस्ट्री सं डी-221

Registered No. D-211

रेजिस्ट्री नं डि-२२१

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भारतेर गेजेट
असाधारण
EXTRAORDINARY
বিশেষ

भाग VII—अनुभाग 1

PART VII—Section 1

ভাগ ৭—অনুভাগ ১

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

सं 10	नई दिल्ली, शुक्रबार, सितम्बर 4, 2020	[भाद्र 13, 1942 शक
No. 10	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020	[BHADRA 13, 1942 (SAKAY)
নং 10	নতুন দিল্লী, শুক্রবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০২০	[১৩ই ভাদ্র, ১৯৪২(শক)

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়
(বিধান বিভাগ)

নতুন দিল্লী, ১১ই মার্চ, ২০২০/২১ শে ফাল্গুন, ১৯৪১ (শক)

(১) দি মেডিক্যাল টারমিনেশন অফ প্রেগন্যানসি অ্যাক্ট, ১৯৭১ (১৯৭১-এর ৩৪),

(২) দি অ্যান্টি অ্যাপারথেইড (ইউনাইটেড নেশন্স কন্‌ভেন্‌শান্‌) অ্যাক্ট, ১৯৮১ (১৯৮১-র ৪৮),

(৩) দি স্টেট এমব্লেম অফ ইণ্ডিয়া (প্রোহিবিশন অফ ইমপ্রপার ইয়ুজ) অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৫-এর ৫০),

(৪) দি কমিশনস্‌ ফর প্রোটেক্‌সন্‌ অফ্‌ চাইল্ড রাইট্‌স্‌ অ্যাক্ট, ২০০৫ (২০০৬-এর ৪),

(৫) দি ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন্‌ এজেন্সি অ্যাক্ট, ২০০৮ (২০০৮-এর ৩৪),

(৬) দি সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ বোর্ড অ্যাক্ট, ২০০৮ (২০০৯-এর ৯),

(৭) দি সেন্ট্রাল গুডস্‌ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (এক্সটেনশন টু জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর) অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-র ২৬),

(৮) দি ইনটিগ্রেটেড গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (এক্সটেনশন টু জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর) অ্যাক্ট, ২০১৭ (২০১৭-র ২৭) এবং

(৯) দি মুসলিম উইমেন (প্রোটেকশন অফ রাইটস অন ম্যারেজ) অ্যাক্ট, ২০১৯ (২০১৯-এর ২০)-এর বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রাধিকারাধীন প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎসমূহ প্রাধিকৃত পাঠ (কেন্দ্রীয় বিধি) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর ৫০)-এর ২ ধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী প্রাধিকৃত পাঠরূপে গণ্য হইবে।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Dated, the 11th March, 2020/ 21 Phalguna, 1941 (Saka)

(1) The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971),

(2) The Anti-Apartheid (United Nations Convention) Act, 1981 (48 of 1981),

(3) The State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005 (50 of 2005),

(4) The Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006),

(5) The National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008),

(6) The Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009),

(7) The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (26 of 2017),

(8) The Integrated Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (27 of 2017) and

(9) The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 (20 of 2019) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Bengali under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

বর্ণবৈষম্য বিরোধী (রাষ্ট্রসংঘ কন্‌ভেন্‌শান্‌) আইন, ১৯৮১

(১৯৮১-র ৪৮ নং আইন)

[১১ ই মার্চ, ২০২০ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

বর্ণবৈষম্যমূলক অপরাধের দমন ও দণ্ড সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কন্‌ভেন্‌শান্‌কে কার্যকারিতা প্রদানার্থ আইন।

যেহেতু রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক, বর্ণবৈষম্যমূলক অপরাধের দমন ও দণ্ড সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কন্‌ভেন্‌শান্‌ ত্রিশে নভেম্বর, ১৯৭৩ তারিখে গৃহীত হইয়াছিল;

এবং যেহেতু উক্ত কন্‌ভেন্‌শানে সম্মতি দানের পর ভারতের ঐ কন্‌ভেন্‌শান্‌কে কার্যকারিতা প্রদানার্থ বিধানাবলী প্রণয়ন করা উচিত;

অতএব ভারত সাধারণতন্ত্রের দ্বাত্রিংশ বর্ষে সংসদ কর্তৃক এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :-

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

১। (১) এই আইন বর্ণবৈষম্য বিরোধী (রাষ্ট্রসংঘ কন্‌ভেন্‌শান্‌) আইন, ১৯৮১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

বর্ণবৈষম্যমূলক অপরাধের দমন ও দণ্ড সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কন্‌ভেন্‌শানের প্রয়োগ।

২। (১) অন্য কোন বিধিতে বিপরীতার্থক যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, বর্ণবৈষম্যমূলক অপরাধের দমন ও দণ্ড সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কন্‌ভেন্‌শানের যেরূপ বিধানাবলী তফসিলে প্রদর্শিত হইয়াছে সেরূপ বিধানাবলী ভারতে বিধিবৎ বলশালী হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত কন্‌ভেন্‌শানে্‌ প্রদর্শিত বিধানাবলীর যে সংশোধনসমূহ যথাযথভাবে কৃত ও গৃহীত হইয়াছে সেই সংশোধনসমূহ অনুসারে ঐ তফসিল সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৩) (২) উপধারা অনুযায়ী জারিকৃত প্রত্যেক প্রজ্ঞাপন, উহা জারিকৃত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

আন্তর্জাতিক আপরাধিক দায়িত্বের জন্য দণ্ড।

৩। এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যাঁহার ক্ষেত্রে উক্ত কন্‌ভেন্‌শানের অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আপরাধিক দায়িত্ব প্রযোজ্য হয় তিনি তফসিলে যথা-প্রদর্শিত মৃত্যুদণ্ডে অথবা যাবজ্জীবন কারাবাসে, অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডিত হইবেন এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে, উক্ত কন্‌ভেন্‌শানের অনুচ্ছেদ ৩-এর (ক) প্রকরণে "অনুচ্ছেদ ২"-এর উল্লেখ, তফসিলে যথা-প্রদর্শিত উক্ত কন্‌ভেন্‌শানের অনুচ্ছেদ ২-এর বিধানাবলীর উল্লেখরূপে অর্থান্বয়িত হইবে।

কোম্পানি, সংগঠন অথবা প্রতিষ্ঠান কৃত অপরাধ।

৪। যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন কোম্পানি, সংগঠন অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি উক্ত অপরাধ যে সময় সংঘটিত হইয়াছিল সেই সময়, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ কোম্পানি, সংগঠন অথবা প্রতিষ্ঠানের কারবার বা কার্যাবলী চালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং ঐ কোম্পানি, সংগঠন অথবা প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়ী ছিলেন, তিনি উক্ত অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে তদনুসারে কার্যবাহ চালিত হইবার এবং দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হইবেন :

তবে, এই ধারার কোনও কিছুই ঐরূপ কোনও ব্যক্তিকে এই আইনে ব্যবস্থিত কোন দণ্ডের দায়িতাধীন করিবে না, যদি তিনি প্রমাণ করেন যে ঐ অপরাধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল অথবা তিনি ঐ অপরাধের সংঘটন নিবারিত করিবার জন্য যথাযথ সকল অধ্যাবসায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা।-এই ধারার প্রয়োজনার্থে, ''কোম্পানি'' বলিতে কোন নিগমিত সংস্থাকে বুঝায় এবং উহা কোন ফার্ম বা অন্য ব্যক্তি পরিমেলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বিচারের স্থান।

৫। ৩ ধারার অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তির, ঐ অপরাধের জন্য, যে স্থানে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে সেই স্থানে অথবা কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এতৎপক্ষে যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেরূপ অন্য কোন স্থানে, বিচার হইতে পারে।

গ্রেপ্তার অথবা অভিযুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বমঞ্জুরি।

৬। কোন ব্যক্তিকে ৩ ধারার অধীন কোন অপরাধ সম্পর্কে, কেন্দ্রীয় সরকারের অথবা ঐ সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে লিখিত আদেশ দ্বারা যেরূপ প্রাধিকৃত হইবে সেরূপ আধিকারিক বা প্রাধিকারীর পূর্বমঞ্জুরি ভিন্ন, গ্রেপ্তার বা অভিযুক্ত করা যাইবে না।

এক্সট্রাডিশন্ অ্যাক্ট সম্পর্কিত বিধানাবলী।

৭। এক্সট্রাডিশন্ অ্যাক্ট, ১৯৬২-র প্রয়োজনার্থে, ৩ ধারার অধীন অপরাধ, রাজনৈতিক চরিত্রের কোন অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ১৯৬২-র ৩৪।

তফসিল

(২ ও ৩ ধারা দ্রষ্টব্য)

বর্ণবৈষম্যমূলক অপরাধের দমন ও দণ্ড সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কন্‌ভেন্‌শানের বিধানাবলী, যাহা বিধিবৎ বলশালী হইবে।

অনুচ্ছেদ ২

বর্তমান কন্‌ভেন্‌শানের প্রয়োজনে, ''বর্ণবৈষম্যমূলক অপরাধ'' — এই কথাটি যাহা আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে যথা-অনুসৃত জাতিগত পৃথকীকরণ ও বিভেদীকরণের অনুরূপ নীতি ও আচরণকে অন্তর্ভুক্ত করিবে তাহা, এক জাতিভুক্ত গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অন্য কোন জাতিভুক্ত গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার ও বজায় রাখিবার তথা সুপরিকল্পিতভাবে তাহাদিগকে উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে সংঘটিত নিম্নলিখিত অমানবিক কার্যসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা :

(ক) কোন জাতিভুক্ত গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহের সদস্য বা সদস্যগণকে :

(i) কোন জাতিভুক্ত গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহের সদস্যগণকে হত্যা করিয়া;

(ii) কোন জাতিভুক্ত গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহের সদস্যগণের গুরুতর শারীরিক বা মানসিক আঘাত দ্বারা, তাহাদের স্বাধীনতা বা মর্যাদা লঙ্ঘনক্রমে, অথবা তাহাদের অত্যাচার বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অসম্মানজনক ব্যবহার বা দণ্ডের পাত্র করিয়া তুলিয়া;

(iii) কোন জাতিভুক্ত গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহের সদস্যগণের স্বেচ্ছাচারমূলক গ্রেপ্তার ও অবৈধ কারাবাসের দ্বারা;

জীবনের অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করা।

(খ) কোন জাতিভুক্ত গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহের উপর এরূপ জীবন যাপনের অবস্থা ইচ্ছাকৃতভাবে আরোপ করা যাহা সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ ঐ জাতিভুক্ত গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহের ভৌত বিনাশ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত;

(ঙ) কোন জাতিভুক্ত গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহের সদস্যগণকে, বিশেষতঃ বলপূর্বক শ্রম দানে বাধ্য করিয়া তাঁহাদের শ্রমের শোষণ করা;

(চ) কোন সংগঠন বা ব্যক্তিবর্গকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা হইতে এই হেতুতে বঞ্চিত করিয়া নিগ্রহ করা যে ঐ সংগঠন বা ব্যক্তিবর্গ বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতা করেন।

অনুচ্ছেদ ৩

আন্তর্জাতিক আপরাধিক দায়িত্ব, উহার সহিত জড়িত উদ্দেশ্য নির্বিশেষে ব্যক্তিবর্গ, কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সদস্যবর্গ এবং কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের ক্ষেত্রে, তাঁহারা যে রাষ্ট্রে ঐরূপ দুষ্কার্য সংঘঠিত হইয়াছে সেই রাষ্ট্রের রাজ্যক্ষেত্রেই বসবাস করুন বা অন্য কোন রাষ্ট্রে বসবাস করুন, তখনই প্রযোজ্য হইবে যখন তাঁহারা :

(ক) বর্তমান কন্‌ভেন্‌শানের অনুচ্ছেদ ২-এর উল্লিখিত দুষ্কার্য সংঘটিত করিবেন, ঐগুলিতে অংশগ্রহণ করিবেন, ঐগুলি সংঘটনের জন্য সরাসরি প্ররোচনা দিবেন অথবা ষড়যন্ত্র করিবেন;

(খ) বর্ণবৈষম্যমূলক অপরাধ সংঘটনে সরাসরি অপসহায়তা, উৎসাহ দান অথবা সহযোগিতা করিবেন।